বহুবৃত্তিক ত্রৈমাসিক

সমতট

ISSN 0036-374X

212

বর্ষ 53 সংখ্যা 4 ■ মূল্য 80 টাকা

প্রকাশন

সামুদ্রিক বোহেমিয়ান

শুভময় রায়

যা বই যা .....

.....

পেশায় অন্যদের বল যে তুই এক সৃষ্টিছাড়া শিল্পী;
তাদের কথা কী আর বলি:
তারা তো সাড়ে সাত ফ্রাঁ'য় বিকোয়।
যা বই যা, আর আমার কাছে ফিরে আসিস না। (জাঁক দেখানো; Parade)

কবির এক জীবনীকার লিখেছেন, রস কফ-এর পারিবারিক বাড়ির ম্যানটেল পিসের ঠিক ওপরে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলতো একটা মরা ব্যাঙের লাশ। চ্যাপ্টা চামড়ার মত। সমসাময়িক কবিদের অনেকেই প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন রাজহাঁস, অ্যালবাট্রস, স্কাইলার্ক অথবা নাইটিঙ্গেল পাখিকে। সে সব ছিল তাদের আত্মমুগ্ধতার মনোরম স্মারক। কিন্তু জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, জাহাজের মালিক এদুয়ার করবিয়ের-এর অদম্য পুত্র তৎকালীন শ্রেণিব্যবস্থায় কুলুঙ্গিসম একটি অদ্ভুত স্থান দখল করেছিলেন। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে এ কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি কাউকে আঘাত না করেও মজাদার। এই বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখলে ঘরের দেওয়ালে মরা ব্যাঙটিকে খুব অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। সুন্দর পাখিদের জায়গা নিল একটি মৃত মস্তুক।

ফরাসি কবি ত্রিস্তঁ করবিয়ের (1845-75) শুধু তাঁর পিতাকেই হতাশ করেন নি, নিজের কাজকর্মে পিতার অসম্মতিকে গুরুত্ব না দিয়ে কবি তাঁর একান্ত নিজস্ব চেতনার সৃষ্টিছাড়া প্রকাশেই মগ্ন ছিলেন। এই দুর্দান্ত খেলাটি বোদলেয়ারও অসাধারণভাবে খেলেছিলেন। কিন্তু কাব্যে করবিয়ের-এর প্রথাবিরোধী চিন্তা ছিল আরও বৈপ্লবিক। গেঁটেবাতে আক্রান্ত হয়ে পনের বছর বয়স থেকেই তিনি নিজেকে এমন এক বিদ্বেষের সঙ্গে চালিত করেছিলেন যে শ্লেষ আর বিদ্রুপ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাব্যপ্রতিভার নিবিড় অভিজ্ঞান। তাঁর নিজের চোখে তিনি ছিলেন দুর্বল, অসুস্থ, ঘৃণ্য। নিজের প্রাণবন্ত ও মেধাবী বাবার এক ঝলক ক্যারিকেচার যেন।

বাবা আঁতোয়ান এদুয়ার করবিয়ের-এর লেখা Le Négrier ছিল তৎকালীন একটি বহুপঠিত উপন্যাস। ছেলের ত্রিশ বছরের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল রস্ কফ-এর সমুদ্র উপকূলে, নৌকোয় ঘুরে ঘুরে। নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতি নাবিকসুলভ প্রতিবাদ জানিয়ে। স্কুলে পড়ার সময়েই গেঁটেবাতের কারণে ঘটেছিল শারীরিক বিকৃতি। বিদ্যালয়ের মহান ধ্বংসাবশেষ (noble dēbris) অর্থাৎ তাঁর শিক্ষকদের চাপিয়ে দেওয়া নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারেননি। জীবনের সূচনাটি সমস্যাসঙ্কুল হওয়ায় তাঁর মধ্যে দেখা দেয় জীবনের প্রতি এক তির্যক মনোভাব। সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান দুটি উপাদান হল অবজ্ঞা আর শ্লেষ যা সমুদ্র এবং নাবিক জীবনের অজস্র ছবির সঙ্গে মিশে তাঁর কবিতাকে পরবর্তীকালে দিয়েছিল এক স্বতন্ত্র স্বর।

ফ্রান্সের ব্রিটানির মোরলে শহরের জাহাজ কাপ্তানের ছেলে ত্রিসতঁ ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিবাদী এক কবি। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যায় সমুদ্রের নোনা স্বাদ আর সামুদ্রিক চিত্রকল্পের সমাহার। 'চিত্রকল্প' শব্দটি বাংলায় সাধারণত ইংরেজি image প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য সমালোচকরা Image-এর অন্যান্য নানা প্রতিশব্দ প্রস্তাব করেছেন। ('ভাবরূপচিত্র'—সুশীল কুমার গুপ্ত, 'মানস প্রতিমা'—সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাক্‌প্রতিমা'—অমলেন্দু বসু)। এছাড়াও 'শব্দকল্প' বা 'রূপকল্প'-এর মত শব্দ image-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও 'চিত্রকল্প' শব্দটির গ্রহণযোগ্যতাই সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়। শব্দের চিত্রধর্মিতার মাধ্যমে কবি পাঠকের কল্পনাশক্তিকে স্পর্শ করেন। তাই চিত্রকল্প আধুনিক কবিতার এক অপরিহার্য উপাদান। চিত্রকল্প ছাড়া কবিতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। চিত্রকল্প শুধু মানসচক্ষুকে তৃপ্ত করে না, উদ্বুদ্ধ করে কল্পনাকেও।

করবিয়েরের কাব্যে বোদলেয়েরের প্রভাব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত অঙ্গনের কবি। তাঁর কবিতায় বিদ্রুপাত্মক কেল্টিক বিষণ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাহিত্যের প্রচলিত রীতি নীতির প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা। তাই বোধহয় বিস্মৃত এই কবিকে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে পুনরাবিষ্কার করতে হয়। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন আরেক প্রথিতযশা ফরাসি কবি পল ভের্‌লেন। ভের্‌লেন তাঁর 'অভিশপ্ত কবি'দের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন রোমানটিসিজম্ থেকে প্রতীকীবাদে উত্তরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-পালনকারী এই সামুদ্রিক বোহেমিয়ানকে।

করবিয়ের কবির কবিও বটে। আঠারোশো আশিতে উত্তরসূরি জুল লাফর্গ এবং তারপরে আধুনিকতাবাদী এবং পরাবাস্তববাদীদের দ্বারা সমাদৃত। তাঁর নিজের জীবনকালে প্রায় অনাদৃত ছিল কবিতায় তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি। কিন্তু সেই শ্লেষ আর অবজ্ঞার মনোভাব পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল ইংরাজী ভাষার এজরা পাউন্ড অথবা টি.এস. এলিয়েটের

মত কবিদের। অ্যাংলো-স্যাকসন কাব্যজগতে ত্রিসতঁ করবিয়ের-এর প্রভাব নিজভূমি ফ্রান্সের চেয়ে কম নয়। অন্য সব দুর্দান্ত কবিদের মত তাঁর অনুবাদও প্রায় অসম্ভব বলেই বোধহয় তিনি বহির্বিশ্বে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত। ফরাসি ভাষায় হলুদ বর্ণের একাধিক অনুরণনকে ধারণ করে আছে তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'লেজ়ামুর জ়ন (les Amours Jaunes) অর্থাৎ 'এইসব পীত প্রেম'। ত্রিসতঁ করবিয়েরের ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা ও যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাগুলি 'সমুদ্রের মানুষ' (Gens de Mer) শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত। কবির জীবনের প্রারম্ভিক যন্ত্রণা এই যে তিনি নাবিক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য সেই উচ্চাশার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। গেঁটেবাতে ভুগে ভুগে কবির অবয়ব অতিমাত্রায় শীর্ণকায়, তাঁর গায়ের রঙ ইষৎ পীতবর্ণ, নাক আর কান মুখমন্ডলের অনুপাতে অতিকায়। রসকফের কাফে—পঁসিয়'তে তিনি শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডা মারেন। শিল্পী সংসর্গে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় অবজ্ঞার ভাব আর নৈতিক শৈথিল্য যা 'Les Amour Janues'-এর শব্দবন্ধের শ্লেষালংকার এবং শৈল্পিক চিত্রময়তায়—সর্বোপরি পাঠককে চমকে দেবার প্রগাঢ় অভীপ্সার মধ্যে প্রতিভাত হয়।

করবিয়ের উনিশ শতকের সেরা কিছু সমুদ্র কবিতা লিখেছিলেন। খনি আর রেল শ্রমিকদের জন্য এমিল জোলা যা করতে চেয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসে, নাবিকদের জন্য ত্রিস্তঁ করবিয়ের তাই করেছেন কবিতায়। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের নিজের ভাষায়, সমস্ত উদ্বেগ আর অস্পষ্টতা সরিয়ে, তাদের শ্রমজীবনের কথা বলতে পারা। সমুদ্রের মানুষ (জঁ দ্য মের) এর চব্বিশটি কবিতায় সেই কবিকে পাওয়া যাবে না, ভেরলেন যাঁকে 'পোয়েত মদি' (poéte maudit) বলেছিলেন, অর্থাৎ সমকালীন কাব্যজগতে যে কবি তার প্রাপ্য খ্যাতি ও সম্মান পেলেন না। এখানে তিনি সেই কবিও নন পাউন্ড আর এলিয়ট যাঁর কাছে ঋণী। বরং এমনি এক আঞ্চলিক কবি যাঁর কাব্যে ঘটছে ব্রেতঁ প্রদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির উদ্‌যাপন। যে অঞ্চলটিতে 1860-এর দশকেও রেল, বড় বিপনী এবং সবচেয়ে বেশি বিক্রীত সিরিয়াল স্পর্শ করেনি।

'Poéte maudit'—অভিশপ্ত কবি তিনি—নিজের আত্মপ্রতিকৃতি আঁকেন নিজেকে সুনিশ্চিতভাবে নাবিক প্রতিপন্ন করে। ব্রেতঁর অধিবাসী তিনি, নাবিকদের সঙ্গে গালিগালাজ আর পানাহারে মত্ত থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। সামুদ্রিক জীবন আর তাঁর ব্রেতঁর শিকড়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত ঘনসন্নিবদ্ধ পদবিশিষ্ট কবিতায় করবিয়েরের প্রকাশভঙ্গির চপল চলন দেখবার মত।

করবিয়েরের একমাত্র কাব্যগ্রন্থের শিরোনামেই আছে অসুস্থতা আর মৃত্যুর আভাস। আর আছে হলুদ মলাটের অশ্লীল সাহিত্যের প্রতি ইঙ্গিত। তবে 'পীতপ্রেম' যদি অশ্লীল

হয় তাহলে তা হবে মূলত সেই বোদলেয়েরীয় অর্থে যেখানে 'ভালোবাসা হল নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা।' কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যেও লুকিয়ে আছে নাটকীয়তা—পারীর গা-ঘিনঘিনে দুর্দশার অপর পিঠেই আছে ব্রেতঁর উন্মুক্ত সমুদ্রসৈকত।

পারীর দুঃসহতা যেন—

"সেই সমুদ্র-দেবতা, যিনি তাঁর নগ্ন সবুজ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন মর্গের শয্যায় . . . তাঁর বড় বড় চোখগুলো খোলা"।

জলে-ডোবা শব যেন এক বিধর্মী দেবতার যাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে শহরের তলপেটে। বস্তুত করবিয়েরের কবিতায় সামুদ্রিক চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। ঢেউয়ে ভেসে আসা এক কঙ্কালসার গাছের ডালপালা তাঁকে মনে করায়—

"বালি আর বুড়ো হাড়—জোয়ার কেশে তোলে
মৃত্যুঘন্টা
উগড়ে দেয় বালতি ভরা ফেনা।"

একগুঁয়ে কবি' (le poéte Contumace) শীর্ষক কবিতায় কবির বিদ্রোহী এবং হতাশ্বাস সত্তা উপর্যুপরি প্রতিফলিত হয়। কবিতাটিতে ব্রিটানির এক ভগ্নপ্রায় মঠের সাম্প্রতিক বাসিন্দা হিসেবে এক কবিকে দেখা যায়। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর রক্ষিতা। এই কবিতাটি আসলে একটি চিঠি যা কবি লিখেছেন তাঁর বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাকে। পত্রটি তাঁদের বিষাদময় ভবিষ্যতের উপাখ্যান। সকালে উঠে কবি পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন—

"সেই ছোট ছোট সাদা টুকরোগুলো
কুয়াশায় মিলিয়ে গেল
যেন এক ঝাঁক সামুদ্রিক শঙ্খচিল।"

সেই হতাশাব্যঞ্জক মুহূর্তটি যেন করবিয়ের-এর তৈরি পলকা জাহাজ, যার সৃষ্টির মধ্যেই অন্তর্লীন ধ্বংসের উপাদান।

করবিয়েরের কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল শহুরে বিষয়নির্ভর কবিতাতেও সামুদ্রিক চিত্রকল্পের ব্যবহার। শহর-সাগর সেখানে একাকার হয়ে যায়। স্মরণলিপি (Épitaphe)-এর নায়ককে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"এক অলস, ভবঘুরে যে ভেসে বেড়ায়,
জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া মালপত্রের মত
যা তীরে এসে ঠেকে না।"

এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবনের সার্বিক নিষ্ফলতা আর লক্ষ্যহীনতাকে সমুদ্রে পথ-হারানো নৌকোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই নৌকো যার পরিণতি হল সলিল

সমাধি। করবিয়েরের বর্ণনায় শহরে ঘুরে বেড়ানো হল 'জাহাজে ইতস্তত ভ্রমণ' আর 'ঘোড়ায় টানা গাড়ি' 'দস্যু জাহাজ'। আর এই সব কিছুর মধ্যে তিনি নিজে একজন 'বোম্‌বেটে'।

'রাতের পারী' (Paris Nocturne) এর সূচনাটি নাটকীয়তায় ভরা। কবিতার নাম এবং প্রারম্ভিক উদ্ধৃতিতে শহরের স্পর্শ প্রশ্নাতীত: 'এ শহর নয়, এ সমগ্র জগৎ'। অথচ প্রথম স্তবকেই হোঁচট খেতে হয়—

"এই সমুদ্র মৃত্যুর মত শান্ত—বসন্তের ভরা
জোয়ারের গরগর আওয়াজ এখন দূরে—গভীরে পিছিয়ে গেছে।
.....তার নির্ঘোষ ভাঁটার সঙ্গে সরে আসবে।
রাতের কাঁকড়ার আঁচড়ের শব্দ শুনতে পাও কি?"

কবিতার প্রারম্ভিক চিত্রকল্পটি স্রোত পরিবর্তনের। জোয়ারের শেষ, ভাঁটার শুরু। করবিয়েরের পারী শহরে পড়ে থাকে শুধু জোয়ারের ফেলে যাওয়া কাঁকড়ার দল। আসলে এই সমুদ্রসৈকতরূপী পারীতে আমরা দেখছি সান্ধ্যোৎসবের সমাপ্তিতে শহরের রাস্তা থেকে দলে দলে মানুষের ঘরে ফেরা। ভাঁটার পরিনামে পারী এখন 'শুকিয়ে যাওয়া স্টাইকস্'-এর সঙ্গে তুলনীয়। স্মরণীয় যে গ্রিক পুরাণে স্টাইকস্ হল সেই দেবী এবং নদী যিনি পৃথিবী আর নরকের সীমা নির্দেশ করেন। রাতে শহরকে পরাভূত করেছে কী এক শুষ্কতা। শহরে এখন পাপ আর দুষ্কর্মের অবস্থান। তাই কবিতার শেষে করবিয়েরের নায়ককে আমরা পাই 'সমুদ্র-দেবতা' রূপে—যিনি উন্মীলিত নয়নে শুয়ে আছেন মর্গের বিছানায়। পারী'র প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে জলাভাবে।

কবি টি.এস.এলিয়ট ত্রিসতঁ করবিয়েরের মধ্যে পারী'র সাধারণ জীবনের কবি ফ্রঁসোয়া ভিয়োঁর (Francois Villon) ছায়া দেখেছিলেন। নিজেকে তাচ্ছিল্য করা, হেয় করার মধ্যেই যেন কবির পরিতৃপ্তি। যেহেতু কিশোরের নাবিক হয়ে ওঠার উচ্চাশায় ছেদ পড়েছিল ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে, তাই তিনি নিজেকে মানুষ এবং কবি হিসেবে ব্যর্থ বলে গণ্য করতেন। ত্রিসতঁর সমগ্র জীবনটাই যেন দুর্দশার সঙ্গে পরিণয়। Épitaphe—এর মত কবিতা এই ভঙ্গির একটি সম্যক নিদর্শন যেখানে আমরা পাই তাঁর সেই বিখ্যাত আত্মবিশ্লেষণ। সেখানে তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন 'সবকিছুর অপরিশুদ্ধ মিশ্রণ' (Mélange adultère de tout) বলে। স্মরণীয় যে এই বাক্যবন্ধটি টি.এস.এলিয়ট তাঁর একটি ফরাসি কবিতার শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

করবিয়ের-এর প্রথম রচিত কবিতা-সমষ্টি 'সমুদ্রের মানুষ' (Gens de Mer) শিরোনামে তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই অংশের কবিতায় একদিকে আছে নাবিকের জীবন। আর আছে নাবিকেরা যে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে

আনতে শেখে সেই শক্তির ছবি। নাবিক জীবন আর প্রকৃতি এই দুই-এর মধ্যে পারস্পরিক সংগতির প্রতিফলন ঘটেছে করবিয়েরের কবিতায়। Matelots (নাবিকবৃন্দ) কবিতার শেষ স্তবকে জীবনের অভীপ্সার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে—

"মাস্তুল, পাল, দড়িদড়া-বিহীন বুড়ো জাহাজের খোল,
সেখানে ঢেউ এখনও ক্বচিৎ কখনও হড়কে হড়কে চলে:
বৃদ্ধ নাবিকের সমুদ্র হৃদয় যন্ত্রণা সয়
অপেক্ষা করে, নিরুপায় আটকে পড়ে . . . কীসের জন্য : মৃত্যুর?
—না, জোয়ারের আশায়।"

ত্রিস্তঁ করবিয়েরের কাব্যের নিয়ন্ত্রক তাঁর জীবনশৈলী। তাঁর নব্যধারার কাব্যিক শিল্পের আস্বাদ পেতে হলে তাঁর জীবনকে বুঝতে হবে, সমুদ্রকে জানতে হবে। যে কবি ঘোষণা করেছিলেন "শিল্প আমাকে চেনে না, আমি শিল্পকে চিনি না", তাঁর কাব্যে ক্রোধ এবং অবজ্ঞার পর্দা সেখানেই সরে যায়, সেখানেই সমুদ্রের লবণাক্ত টাটকা বাতাস আমাদের চোখে-মুখে ঝাপটা দেয়। আমরাও বেঁচে থাকি—জোয়ারের আশায়।

ত্রিস্তঁ করবিয়ের

লেখকের আঁকা ছবি

সমতট : 212
এপ্রিল-জুন 2022
53 বর্ষ সংখ্যা 4

সম্পাদক মণ্ডলী: সৌরভ দত্তগুপ্ত ছবি কুন্ডু স্নিগ্ধা সেন লপিতা সরকার দেবকুমার সাহা, **উপদেষ্টামন্ডলী:** সুমিতা চক্রবর্তী সুব্রতকুমার ঘোষ দেবনারায়ণ ইন্দু মীনা দাঁ মীনাক্ষী ব্যানার্জি সলিল চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার চক্রবর্তী অভীপ্রসুন চট্টোপাধ্যায় এণাক্ষী মজুমদার প্রণব কুমার দত্ত কালাচাঁদ ঘোষ অয়ন ঘোষ। **সভাপতি :** মনোজ রায়

স্মরণিকা—ড: বিমলেন্দু মজুমদার 323
সম্পাদকীয়—দেবনারায়ণ ইন্দু 325
একটি প্রস্তাবনা—স. স. 330

প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যরচনা
- বঙ্গাব্দের কথা—নিতাই জানা 331
- সামুদ্রিক বোহেমিয়ান—শুভময় রায় 342
- নিজের দিকে তাকিয়ে—অনিন্দ্য রুদ্র 348
- বাঙালির বই পড়া—মনোজ রায় 357

অনূদিত
- দৃষ্টিকোণ—সুনীপা বসু/ভাষান্তর—মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর) 360

গল্প
- মাছের স্বপ্ন স্বপ্নের মাছ—সমীরণ দাস 369
- নেমন্তন্ন—প্রবীর রায় 376
- সারপ্রাইজ, শেষ সম্বল—মনোমিতা চক্রবর্তী 380, 382

ভ্রমণ
- রোজনামচায় ভ্যালি অভ ফ্লাউয়ার্স, হেমকুন্ড সাহিব ও অন্যান্য—মীনা দাঁ 384

কবিতা
- আমার রিক্সাওয়ালা—মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় 412
- শ্রাবণের গান—সোমঋতা সরকার 415
- ধারাবাহিক জুলন—রবীন বসু 417
- দেখা হবে—তুহিন কুমার চন্দ 418
- I.I.T. র আগে ও I.I.T. র পরে—লপিতা সরকার 419

পুস্তক পরিচয়
- আরোতর জানার প্রয়োজন 421

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে'—সংকলন, ভাষান্তর—গৌতম ঘোষ, আলোচক—মুকুল গুহ

প্রচ্ছদ শিল্পী: শ্রী অরুণকুমার চক্রবর্তী (রেখাচিত্রম)